দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 03 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪ ...

জামায়াত সমর্থক মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন সংগঠন

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি না ফাযিল কামিলের মান চাই

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত মাদ্রাসা শিক্ষক ও রাজনীতিকদের নিয়ে গতকাল 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ' (বাংলাদেশ মাদ্রাসা টিচার্স কাউন্সিল) নামে একটি নতুন সংগঠনের জন্ম হয়েছে। পল্টন ময়দানে জামায়াত সমর্থিত মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামায়াতের এমপিদের উপস্থিতিতে 'মাদ্রাসা শিক্ষকদের জাতীয় কনভেনশন' নামে এক সমাবেশে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে জামায়াত সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপিকে আহ্বায়ক এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও ইসলামী ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা যাইনুল আবেদীনকে সদস্য সচিব করে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে ৬৪টি জেলা কমিটির আহ্বায়কের নামও ঘোষণা করা হয়। যার অধিকাংশই জামায়াতের রাজনীতির সাথে সক্রিয়। কনভেনশনে বক্তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান প্রধান দাবী ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে সাধারণ শিক্ষার ব্যাচেলর ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা প্রসঙ্গে

৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জামায়াত সমর্থক নতুন সংগঠন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বলেন, ফাযিল-কামিলকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দেয়া হবে তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি না, আমরা চাই মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলকে আগে যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা করা হোক। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। তারা বলেন, বর্তমান সরকার যেহেতু ইসলামী আদর্শের সরকার এবং এই সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়ই এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই আমাদের দাবী শীঘ্রই বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সংশয় নেই। ফাযিল, কামিলের মান ঘোষণার পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসাকেও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানিয়ে তারা আরো বলেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সমান বেতন-ভাতা দিতে হবে।

এদিকে, এই নয়া সংগঠনটি রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক পেশাজীবী সংগঠন হবে সে সম্পর্কে কথিত কনভেনশনে কিছুই বলা হয়নি। কনভেনশনের বক্তা হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর এমপিরা অভিযোগ করেন, মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে ময়দানে জোরদারভাবে কথা বলার জন্য এতদিন ভালো কোন সংগঠন ছিল না বলেই মাদ্রাসা শিক্ষার মতো এদেশের ঐতিহ্যবাহী ও মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষিত থেকে গেছে। এমনকি বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশ থেকে চিরতরে তুলে দেবার জন্যও জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো নানাভাবে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, ১৯৭৫ সালের পর মাদ্রাসা শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলসহ এ যাবৎ যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তা কোন আন্দোলনের ফসল নয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আদর্শের সরকারের কারণেই মাদ্রাসার স্বার্থে ঐ অর্জন সম্ভব হয়েছিল এবং সেই জাতীয়তাবাদী ইসলামী আদর্শের সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ভবিষ্যতেও মাদ্রাসার জন্য আরো অনেক যুগান্তকারী অর্জন সম্ভব হবে ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। তাই বর্তমান ইসলামী আদর্শের সরকারকে যে কোন মূল্যে আগামীতেও ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আর বর্তমান জোট সরকার টিকে থাকলে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকবে এবং মাদ্রাসা টিকে থাকলে এদেশে ইসলামও টিকে থাকবে মন্তব্য করে তারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে ঘোষণার দাবী জানান।

নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী এমপি, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান এমপি, বিএনপির দলীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি শামসুল আলম প্রামাণিক, চট্টগ্রামের বায়তুশ শরীফের পীর মাওলানা কুতুবউদ্দিন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা ফরিদউদ্দিন চৌধুরী এমপি, প্রিন্সিপাল আবদুল খালেক মণ্ডল এমপি, মাওলানা রাজিবুর রহমান চৌধুরী এমপি, প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু সাইয়েদ মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন এমপি, মাওলানা আবদুল আজিজ এমপি, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আব্দুল লতিফ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মাওলানা মুজিবুর রহমান ও প্রফেসর মাওলানা সাদউল্লাহ, ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাওলানা মানসুরুর রহমান, মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সিলেটের মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, দিনাজপুরের মাওলানা জয়নুল আবেদীন, বরিশালের মাওলানা দেওয়ান আশরাফ আলী, খুলনার মাওলানা রহমত উল্লাহ, রাজশাহীর মাওলানা এস এম শহীদুল্লাহ, চট্টগ্রামের মাওলানা আবদুল মোমান, গোপালগঞ্জের মাওলানা আব্দুল হামিদ, বগুড়ার মাওলানা তারেক আলী প্রমুখ।